সংবাদ

11 AUG 2017
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১৬

ঢাবিতে

ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে উন্মুক্ত আলোচনা

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ডাকসুর দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা এ আলোচনা সভার আয়োজন করেন। এতে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মাহদী আল মাসুদ অপু। আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীরা ডাকসু নির্বাচনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

শিক্ষার্থীরা বলেন, আজকের এই উন্মুক্ত আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের আসার আহ্বান জানানো হয়েছিল। উপাচার্য ডাকসু নির্বাচন দিতে ভয় পায়, তাই তিনি আসেননি। ছাত্রলীগও চায় না ডাকসু নির্বাচন হোক, তাই তারা আসেনি। ছাত্রদলও ক্ষমতা লাভের আশায় মত্ত। তাই তারাও আসেনি।

তারা আরও বলেন, উপাচার্যের বক্তব্য অনুযায়ী ডাকসু নির্বাচনে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে। জাতীয় নির্বাচনেও অস্থিতিশীলতা হয়। তারপরও জাতীয় নির্বাচন হয়। তাহলে ডাকসু নির্বাচন কেন নয়? অস্থিতিশীলতা কিভাবে কমানো যায় তার জন্য আলোচনায় বসতে হবে, মতামত দিতে হবে। তাহলে ক্যাম্পাসে পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

পলিসি মেকারদের আদেশেই ডাকসু নির্বাচন হচ্ছে না উল্লেখ করে তারা বলেন, অস্থিতিশীলতার দোহাই দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের সৃষ্টি হচ্ছে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র প্রতিনিধি নেই সেখানকার প্রশাসনকে স্বৈরাচারী বলাই যায়। ডাকসু নির্বাচনের জন্য হলে হলে, বিভাগে-বিভাগে সচেতনতা তৈরি করতে হবে জানান তারা।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাবি শাখার সভাপতি তুহিন কান্তি দাস বলেন, রাষ্ট্রপতির ঘোষণার পর আমরা ভেবেছিলাম ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এবার একটা কিছু হবে। তারপর একটি ঘটনা আলোচনায় এলো। তবে সেটি ডাকসু নির্বাচন নিয়ে নয়, শিক্ষার্থীদের ওপর শিক্ষকদের হামলার। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে আন্দোলনের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একেক দিন একেক বক্তব্য দিচ্ছেন। অনিয়মের চক্রাকার থেকে বের না হওয়া প্রশাসক হলেন ঢাবি উপাচার্য। তিনি এখন কুম্ভকর্ণের ঘুমে নিমজ্জিত আছেন। কারণ তিনি এখন কথা দিয়ে কথা রাখেন না।

বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন ঢাবি শাখার সভাপতি উম্মে হাবিবা বেনজির বলেন, ডাকসু নির্বাচনের ন্যায্য দাবিতে আমরা আন্দোলন করলেই সেখানে ষড়যন্ত্র খোঁজা হয়। শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ২৭ বছর ধরে ডাকসু নির্বাচন নেই। অথচ তা নিয়ে আন্দোলন করলে আপনারা সেখানে ইন্ধন খুঁজেন। ৪০-৫০ জন শিক্ষার্থীর আন্দোলনে আপনারা চাপে পড়ে গেলেন, হাজারও শিক্ষার্থী আন্দোলনে নামলে আপনারা কি করবেন?

ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী হাসিব মোহাম্মদ আশিক বলেন, সাম্প্রতিক আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদের যে বৈরী সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, আমরা তা চাই না। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এমন হতে পারে না। তিনি আরও বলেন, মতামত দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠনে বিভক্তি লক্ষ্য করা গেছে। আমরা চাই সব দলের অংশগ্রহণে ডাকসু নির্বাচন হোক।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন- আইন বিভাগের শিক্ষার্থী আশরাফুল হক, সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মঈন কাদের, সামান্তা শারমিন, ছাত্র ফেডারেশন ঢাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদ প্রমুখ।